সাপ্তাহিক পত্রিকা

পজিটিভ বার্তা

ইতিবাচক ভাবনা, ইতিবাচক কাজের মাধ্যমে ইতিবাচক মানসিকতা

Vol. 1, Issue 18, PRGI No. - TRBEN/25/A0426, Website : www.positivebarta.com Email : positivebartadigital@gmail.com Price Rs. 5.00

প্রথম বর্ষ | ১৮তম সংখ্যা | সংবাদ সাপ্তাহিক | ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বুধবার | পশ্চিমবঙ্গ / ত্রিপুরা | মূল্য ঃ ৫ টাকা

লন্ডনে ওয়াল্ড বুক অফ রেকর্ডসের ইতিহাসে ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ

পিবিএনবি - ওয়ার্ল্ড বুক অব রেকর্ডস, লন্ডন-এর ইতিহাসে নাম উঠলো ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের। ২০২৪ শিক্ষাবর্ষে প্রথমবারেই সর্বাধিক ১৫০ জন এমবিবিএস শিক্ষার্থী ভর্তি করিয়ে এই অনন্য সাফল্য অর্জন করে ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ। এদিন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউস অব কমন্স, ওয়েস্টমিনস্টারে আনুষ্ঠানিকভাবে এই স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। এই স্বীকৃতি শুধু একটি প্রাপ্তি নয়, বরং আশা, দৃঢ়তা ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতীক। ত্রিপুরার মাটিতে যেখানে আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ সীমিত ছিল, সেখানে এই সম্মান সম্ভাবনা ও অগ্রগতির এক নিদর্শন হয়ে উঠেছে। প্রথম একাডেমিক সেশনেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষণ করেছে এই কলেজ। বিশেষত গ্রামীণ ও অর্ধ-শহুরে পরিবারের জন্য এটি স্বপ্নপূরণের রাস্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৫০ জন শিক্ষার্থীর ভর্তি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন। এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এখন সমগ্র ত্রিপুরাবাসীর কাছে গর্বের বিষয়। অভিভাবক, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও নাগরিক সবাই এখন এক বিশ্বের এই স্বীকৃতির গর্বের অংশীদার, যেখানে ত্রিপুরা শুধু ভারতের মানচিত্রে নয়, বিশ্বের মানচিত্রে উজ্জ্বল নাম স্থাপন করল। কলেজের সভাপতি মলয় পীঠ এই সাফল্যকে ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টার ফল বলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন ও এই সম্মানকে সমগ্র ত্রিপুরাবাসীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। এই সনদ কেবল একটি পুরস্কার নয়, বরং মনে করিয়ে দেয়; অটল ইচ্ছাশক্তি ও অধ্যবসায় স্বপ্নকে সীমান্ত ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। এ অর্জন নতুন অধ্যায়ের সূচনা, যেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও মানবিকতা মিলেমিশে গড়ে তুলবে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। উত্তর পূর্ব ভারতের একটি ছোট রাজ্য ত্রিপুরা। সেখানে এই মেডিকেল কলেজের ছাত্র ভর্তি কতটা সফল হবে এই নিয়ে সংশয়ে ছিল অনেকের। কিন্তু ত্রিপুরা শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের কর্ণধার মলয় পীঠের দূরদর্শিতা প্রমাণ করল কলেজের সফলতা।

শারদোৎসবে শহর কলকাতায় যানবাহন নিয়ন্ত্রন রূপরেখা কলকাতা পুলিশের

পিবিএনবি - বিশেষ দিনে একাধিক রাস্তায় বন্ধ রাখা হবে বাস চলাচল। দরকার হলে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে যানবাহন। বাতাসে পুজো পুজো গন্ধ। মহালয়া আর হাতে গোনা কয়েকদিন বাকি। কার্যত মহালয়া থেকেই শুরু হয়ে যাবে দুর্গাপুজো। আর এখন মহালয়া থেকে লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত কোন সময়ে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে তা জানিয়ে দিল কলকাতা পুলিশ। শুধুমাত্র সময় নয়, কোন কোন রাস্তায় কবে থেকে ও কতক্ষণ কোনও যানবাহন চলতে দেওয়া হবে না তা নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে কলকাতা পুলিশ।কলকাতা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, মহালয়া দিন একাধিক এলাকায় যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা হবে। বেশ কয়েকটি এলাকায় পণ্যবাহী গাড়ি ঢুকতে দেওয়া হবে না। এর পরে তৃতীয়ার দিন থেকে শুরু করে লক্ষ্মীপুজোর বিসর্জনের দিন পর্যন্ত বিভিন্ন রাস্তায় ' নো এন্ট্রি বোর্ড' লাগানো থাকবে। একাধিক রাস্তায় কোনও যানবাহন দাঁড়াতে দেওয়া হবে না। সেই সঙ্গেই বিভিন্ন এলাকায় বিকল্প পথে যানবাহন চলাচল করবে। এই সময়ের মধ্যেই হবে দুর্গাপুজোর বিসর্জন ও কার্নিভাল। ওই দুটি বিশেষ দিনে একাধিক রাস্তায় বন্ধ রাখা হবে বলেও জানানো হয়েছে কলকাতা পুলিশের তরফে। চলতি মাসের ২১ তারিখ মহালয়ার দিনে যানবাহন নিয়ন্ত্রন। সেদিন সকাল ৪টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত স্ট্র্যান্ড রোড ও সেন্ট জর্জেস গেট রোড পর্যন্ত এবং রাজা উডমান্ট স্ট্রিট থেকে হেস্টিং ক্রশিং পর্যন্ত রাস্তায় কোনও পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল করতে দেওয়া হবে না। যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে বড়বাজার, গিরিশ পার্ক, মানিকতলা ক্রশিং-সহ বিভিন্ন এলাকায়। পুরোপুরি বন্ধ থাকবে অকল্যান্ড রোড, কিংসওয়ে ও আরও কয়েকটি রাস্তা। দুর্গাপুজোয় সময় কার্যত তৃতীয়ার দিন থেকেই শুরু হবে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ। তৃতীয়ার দিন সকাল ৬টা থেকে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত, চতুর্থীর দিন সকাল ৬টা থেকে রাত্রি ২টা পর্যন্ত। পঞ্চমী থেকে মহাসপ্তমীর দিন সকাল ৮টা থেকে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা হবে। মহাষ্টমীর দিন সকাল ৭টা থেকে এবং মহানবমীর দিন সকাল ৮টা থেকে রাত ৪টা পর্যন্ত পণ্যবাহী গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করা হবে। মহাষ্টমী এবং বিজয়া দশমীর দিনে হাজরা রোড, নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রিট, সদানন্দ রোড এবং কালীঘাট রোড দীর্ঘক্ষণ পুরোপুরি বন্ধ থাকবে। এই পদক্ষেপ করা হবে উত্তর এবং দক্ষিণ কলকাতার একাধিক রাস্তাতেও। দুর্গাপুজো ও লক্ষ্মীপুজোর বিসর্জন-আগামী মাসের ৩ অক্টোবর থেকে শুরু হবে দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জন। তা চলবে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত। এই দিনগুলিতে প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে পরদিন ভোর ৫টা পর্যন্ত পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হবে। লক্ষ্মীপ্রতিমা বিসর্জনের জন্য ৭ এবং ৮ তারিখেও সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিভিন্ন রাস্তায় পণ্যবাহী গাড়ি ঢুকতে দেওয়া হবে না। প্রয়োজনে রাস্তা বদল এই বিজ্ঞপ্তিতে কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা জানিয়েছেন, দরকার হলে ওই বিশেষ দিনগুলিতে যানবাহন ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। শুধুমাত্র বিভিন্ন যানবাহন চলাচল নয়, সময় ও রাস্তা বিশেষে পথচারীদের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করা হবে। বিভিন্ন রাস্তায় বাস আর ট্রাম চলাচলও বন্ধ রাখা হবে বা নিয়ন্ত্রণ করা বলেও জানানো হয়েছে।

শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের উদ্যোগে ন্যূনতম খরচে ফুল বডি চেকআপ

রাজ্যের বেসরকারি চিকিৎসা পরিষেবায় এক নতুন দিগন্ত খুলে দিল শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হসপিটাল। ১লা সেপ্টেম্বর থেকে হাসপাতালে চালু হয়েছে ন্যূনতম খরচে ফুল বডি চেকআপের বিশেষ পরিষেবা, আর শুরু হওয়ার পর থেকেই এই উদ্যোগ রাজ্যবাসীর মধ্যে এক অভূতপূর্ব সাড়া ফেলেছে। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ইতিমধ্যেই চিকিৎসা পরিষেবার মান, রোগী পরিচর্যা ও সুলভ খরচে উন্নত চিকিৎসার জন্য সুনাম অর্জন করেছে। এবার নতুন সংযোজন হিসাবে ফুল বডি চেকআপ প্যাকেজ হাসপাতালের জনপ্রিয়তা আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে তুলেছে। ফুল বডি চেকআপে অন্তর্ভুক্ত পরীক্ষাসমূহ ঃ এই বিশেষ প্যাকেজের আওতায় রোগীরা খুব কম খরচে নিচের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলি করাতে পারবেন; রক্ত পরীক্ষা (CBC, ব্লাড সুগার, কোলেস্টেরল প্রোফাইল) লিভার ফাংশন টেস্ট (LFT) , কিডনি ফাংশন টেস্ট (KFT) থাইরয়েড প্রোফাইল, হার্ট ইসিজি (ECG), ব্লাড প্রেসার ও BMI চেকআপ, ইউরিন অ্যানালাইসিস, এক্স-রে ও আল্ট্রাসাউন্ড (প্রয়োজনে), চক্ষু ও ডেন্টাল চেকআপ, ডাক্তারি পরামর্শ ও রিপোর্ট বিশ্লেষণ।

রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন হাসপাতালে। রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মতে, এত কম খরচে এত উচ্চমানের পরিষেবা সত্যিই অকল্পনীয়।

সম্পাদকীয়

শিশুর মানসিক বিকাশ

আমাদের হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রে রয়েছে ১৬ বছরের পরে পিতাপুত্র বন্ধু সম। অর্থাৎ ১৬ বছরের পর পিতাপুত্রের সম্পর্ক বন্ধুর মত হবে। তার আগে শাসন চলতে পারে তবে সেটা মাত্রা ছাড়ালে বিপদ আছে। আর অভিভাবকদের ভুলে ছোট বেলা থেকেই শিশু মনে কোনও বিষয় নিয়ে গভীর ক্ষত তৈরি হলে, তাতে পরবর্তীকালে সমস্যা হতে পারে। শিশু মন হল একটা মাটির তাল। যে ভাবে গড়বেন, সে ভাবেই তৈরি হবে সে। পাশাপাশি বাড়ির পরিবেশও শিশুর মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাড়িতে খুদে সদস্য থাকলে তাই বাড়ির বড়দের কিছু কিছু বিষয়ে সচেতন থাকতে হয়। বিশেষ করে খুদের সামনে কথা বলার ব্যাপারে বাড়তি সতর্ক থাকতে হবে। এমন কোনও কথা কিংবা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা ঠিক হবে না, যা শিশুর মনের উপর প্রভাব ফেলে। ছোট থেকেই মনে কোনও বিষয় নিয়ে গভীর ক্ষত তৈরি হলে, তাতে পরবর্তীকালে সমস্যা হতে পারে। কোন কাজগুলি শিশুর সামনে করবেন না ঃ শিশুর সঙ্গে অন্য কোনও বাচ্চার তুলনা করবেন না। তাতে শিশুর মনখারাপ হতে পারে। সকলে এক রকম নয়। প্রত্যেকের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। তাই আপনার সন্তানের যেটুকু ক্ষমতা, তাকে সেটা নিয়েই এগিয়ে যেতে দিন। পরীক্ষার ফল নিয়ে বকাবকা না করাই ভালো। বরং তাকে বোঝানোর চেষ্টা করুন। তাতে দেখবেন শিশু অনেক উন্নতি করেছে। সন্তানের প্রতি বাবা-মায়েদের নানা রকম আশা থাকে। পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করা থেকে সাঁতার-আঁকা-নাচে বাকিদের থেকে এগিয়ে যেতে হবে, সন্তানকে কেন্দ্র করে এমন নানা আশার জাল বোনেন অভিভাবকেরা। আর অজান্তেই ক্রমশ প্রত্যাশার পূরণের চাপ পড়তে থাকে শিশুমনে। শৈশবে এত বাড়তি চাপ দেবেন না সন্তানকে। ওকে ওর মতো বড় হতে দিন। সময় হলে ঠিকই নিজের ভালোমন্দ বুঝতে শিখবে। শিশুর সঙ্গে সময় কাটানো খুব জরুরি।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকাতেই দুর্গা পুজো গ্রামের মহিলাদের

পিবিএনবি - বছর দুয়েক আগে গ্রামের ৭০-৮০ জন মহিলা যখন পুজো শুরু করেন, তাঁদের একমাত্র ভরসা ছিল লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা। কাকভোরে ঘুম থেকে উঠে তড়িঘড়ি গেরস্থালির কাজকর্ম মিটিয়ে কোনও মতে স্নান-খাওয়া সেরে পুজোর কাজে বসে পড়েন নমিতা দেবী। নমিতার সঙ্গে কাজে হাত লাগিয়েছেন গ্রামের অন্য মহিলারাও। অন্য কোনও দিকে তাকানোরও যেন ফুরসত নেই তাঁদের। কারন এবার গ্রামের পুজো উদ্যোক্তা যে তাঁরাই! শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লকের ধুপা গ্রামে পুজোর আয়োজন চলছে জোর কদমে। চাঁদার হিসেব-নিকেশ করতে করতে নমিতাদেবী বলছেন, 'শুরুটা হয়েছিল ২০২৩ সালে। তার আগে গ্রামে পুজোই হত না। আশপাশের গ্রামে যখন পুজোর ক'দিন সবাই হই-হুল্লোড়ে মেতে থাকত তখন অন্ধকারে ডুবে থাকত আমাদের গ্রাম। অষ্টমীর অঞ্জলি দিতে যেতে হত অনেক দূরে। বাড়িতে বসে থেকে পুজোর ক'টা দিন যেন কাটিতেই চাইত না।' গ্রামের আর এক বাসিন্দা পিঙ্কি জানান, বছর দুয়েক আগে গ্রামে দুর্গাপুজো করার ভাবনাচিন্তা শুরু হয়। মহিলারাই এগিয়ে এসেছিলেন। গ্রামের ৭০-৮০ জন মহিলা যখন পুজো শুরু করেন, তাঁদের একমাত্র ভরসা ছিল লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা। গ্রামের মহিলারা জানাচ্ছেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকাতেই গ্রামে প্রথম পুজোর ঢাকে কাঠি পড়ে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাঁদা তুলে পুজোর বাকি খরচ জোগাড় করা হয়। পুজো কমিটির সম্পাদিকা শম্পা জানা বলেন, 'আগে ভাবতাম, আমাদের গ্রামে বুঝি কোনও দিন মায়ের পা পড়বে না। খুব কষ্ট হতো তখন। এখন আমরা নিজেরাই পুজোর আয়োজন করছি।' এই নিয়ে তৃতীয় বছরে পড়ল ধুপা গ্রামের দুর্গাপুজো। আগের চেয়ে চাঁদার পরিমাণও বেড়েছে। এখন অনেকেই স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে সাহায্য করেন। পুজোর চার দিন চলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও।

শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়োগ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি : শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়োগের উদ্দেশ্যে, হেলথ কেয়ার সেক্টরে বিভিন্ন হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে ন্যূনতম ৩ থেকে ৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যোগ্য প্রার্থীদের জন্য ইন্টারভিউ আয়োজন করা হয়েছে। **তারিখ : প্রতিদিন। সময় : বিকাল ৪টা থেকে। ইন্টারভিউয়ের মাধ্যম : অনলাইন। ইন্টারভিউ লিংক: https-//meet.google.com/xhc-bdgh-dfg**

সাফাই অভিযানে সুপার

পিবিএনবি - সপ্তাহব্যাপী হাসপাতাল প্রাঙ্গণে বিশেষ সাফাই অভিযান, পতঙ্গবাহিত রোগের প্রকোপ কমানোই মূল লক্ষ্য। আর তার জন্য হাতে গ্লাভস পড়ে কোদাল, বেলচা নিয়ে সাফাই অভিযানে নামলে খোদ হাসপাতালের সুপার বাংলার বুকেএমন ঘটনা এর আগে দেখা গেছে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কখনও ঝুঁকে নর্দমার আবর্জনা তুলছেন, আবার কখনও জঙ্গল পরিষ্কার করছেন হাসপাতালের সুপার। এদিন এমনই ভূমিকায় দেখা গেল কালনা মহকুমা হাসপাতালের সুপার চন্দ্রশেখর মাইতি ও সহকারি সুপার গৌতম বিশ্বাসকে। তাঁদের সঙ্গে সামিল হন হাসপাতালের অন্যান্য কর্মীরাও সপ্তাহব্যাপী হাসপাতাল প্রাঙ্গণে বিশেষ সাফাই অভিযান চলছে। সুপার ও সহকারি সুপার বলেন, 'পতঙ্গবাহিত রোগের প্রকোপ কমানোই আমাদের মূল লক্ষ্য। এই অভিযানে হাসপাতালের প্রতিটি বিভাগ থেকে সকলে অংশ নেন। এতে সাফাইকর্মীরাও উৎসাহ পান, কারণ তাঁরা বোঝেন আমরা সকলে একসঙ্গে আছি।' এদিন হাসপাতালের নর্দমা, আবর্জনা পরিষ্কারের পাশাপাশি জঙ্গল সাফাইয়েও অংশ নেন চিকিৎসক থেকে কর্মী; সবাই। জানা গিয়েছে, আগামী এক সপ্তাহ জুড়েই চলবে এই কর্মসূচি। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, 'হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিজেরাই যখন হাতে কোদাল,বেলচা তুলে নেন, তখন সেটা শুধু সচেতনতার বার্তাই নয়, সাধারণ মানুষকেও পরিচ্ছন্নতার কাজে অনুপ্রাণিতও করে।'

বাংলার মানচিত্রে আরও একটি তেল ও গ্যাসের খনি

পিবিএনবি - বাংলার মানচিত্রে আরও একটি তেল ও গ্যাসের খনি! বনগাঁর গোপালনগরে খনিজ তেলের ও গ্যাস পাওয়ার সম্ভবনা। অশোকনগরের পর এবার বনগাঁ ব্লকের গোপালনগরেও মাটির নীচ থেকে খনিজ তেল ও গ্যাস পাওয়ার সম্ভবনার কথা জানালেন ওএনজিসি কর্তৃপক্ষ। গবেষণায় এই সম্ভাবনা যদি আগামী দিনে বাস্তবায়িত হয়, সে ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ তেলের মানচিত্রে উঠে আসবে বনগাঁর গোপালনগর।স্বাভাবিক ভাবেই ওএনজিসি কর্তৃপক্ষের এই বক্তব্যে আশায় বুক বাঁধতে শুরু করেছে গোপালনগরের বাসিন্দারা। দীর্ঘ কয়েক বছর অনুসন্ধানের পর অশোকনগরের বাইগাছি ও ভুরকুন্ডা পঞ্চায়েত এলাকায় মাটির নীচ থেকে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন শুরু করেছে অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কমিশন। বাইগাছি মৌজায় তেল ও গ্যাসের কূপ খননের জন্য ইতিমধ্যেই অতিরিক্ত জমি দিয়েছে রাজ্য সরকার।অশোকনগর থেকে গোপালনগরের দূরত্ব প্রায় ৪০ কিলোমিটার। বনগাঁ-রানাঘাট শাখার গোপালনগর স্টেশন থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরত্বে আকাইপুর পঞ্চায়েত।বনগাঁ ব্লকের প্রত্যন্ত ওই পঞ্চায়েত থেকে ভারত-বাংলাদেশের সীমান্তের দূরত্ব মাত্র ৫ কিলোমিটার। অধিকাংশ বাসিন্দাই কৃষিজীবী। পঞ্চায়েতে বেশ কয়েকটি এলাকা রয়েছে। চাষবাস ও মাছ ধরাই এলাকার বাসিন্দাদের মূল জীবিকা। বেশ কয়েক বছর ধরেই বনগাঁ ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় অনুসন্ধান চালাচ্ছে ওএনজিসি। আকাইপুর পঞ্চায়েতের কামদেবপুর গ্রামে গত ছ'মাস ধরে মাটির নীচ থেকে তেল ও গ্যাসের অনুসন্ধানের কাজ শুরু করেছে ওএনজিসি। তার জন্য ইতিমধ্যেই ১৫ বিঘা জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। দিল্লি থেকে কলকাতা অফিসের আধিকারিকরা এসে কাজের তদারকি করছেন। দীর্ঘ ছ'মাস ধরে মাটি পরীক্ষা ও মাটির নীচে অনুসন্ধান চালিয়ে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের সম্ভবনার কথাই শোনা গেল ওএনজিসি ম্যানেজার মানস কুমার নাথের গলায় তিনি জানান,দ্রুত মূল ড্রেজিংয়ের কাজও শুরু করতে চাইছেন ওএনজিসি কর্তৃপক্ষ। ফলে এই কাজের জন্য আরও জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে। সে ক্ষেত্রে স্থানীয় পঞ্চায়েতের বাসিন্দাদের সহযোগিতা বিশেষ প্রয়োজনের বিষয়টি বিলক্ষণ বোঝেন ওএনজিসি কর্তৃপক্ষ। সে কারণেই এলাকাবাসীর পাশে থাকার বার্তা দিয়ে সামাজিক কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। সাধারণ মানুষের চিকিৎসা পরিষেবার জন্য কামদেবপুরে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আকাইপুর পঞ্চায়েতের হাতে একটি অ্যাম্বুল্যান্স তুলে দেন ওএনজিসি কর্তৃপক্ষ।অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ওএনজিসির ম্যানেজার মানস কুমার নাথ, তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস, আকাইপুর পঞ্চায়েতের প্রধান,সহ বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি জাফর আলি মণ্ডল ও গোপালনগর থানার ওসি অসীম পাল।ওএনজিসির ম্যানেজার মানস কুমার নাথ, বলেন, 'এই এলাকায় মাটির নীচ থেকে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের অনুসন্ধানের কাজ চালাচ্ছে ওএনজিসি। দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে পরীক্ষা, অনুসন্ধানের পর মনে হয়েছে, এই এলাকা থেকে তেল ও গ্যাস উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে।

U Swaroop IAS Director MSME & MD Biswabangla Marketing Corporation Ltd কে প্রপোজাল সাবমিট করলেন Founder & Director Zuxtra Network - Mr. Pallab Dasgupta, accompanied by Mr. Basudeb Banerjee, Chairman AISDO

ন্যূনতম খরচে ফুল বডি চেকআপ

শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের অভিনব উদ্যোগে রাজ্য জুড়ে সাড়া

সুকান্ত বণিক চৌধুরী - সুস্বাস্থ্যই জীবনের প্রকৃত সম্পদ। এই বিশ্বাসকে পাথেয় করে, শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চালু করলো একটি যুগান্তকারী স্বাস্থ্যপরীক্ষা প্যাকেজ , মাত্র ১৪০০/- টাকায় সম্পূর্ণ শরীরের চেক-আপ। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষের মধ্যেও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং তাদের মধ্যে স্বাস্থ্যপরীক্ষার অভ্যাস গড়ে তোলা। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রতিটি মানুষকে বছরে অন্তত দু'বার ফুল বডি চেক-আপ করানো উচিত। অথচ শহর বা বিদেশে এই স্বাস্থ্যসচেতনতা যতটা দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলে, বিশেষত খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ, গরিব চাষী কিংবা আদিবাসীদের পক্ষে তা অনেক সময়ই বিলাসিতার মত মনে হয়। সেই অসমতা দূর করতে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রেসিডেন্ট মলয় পীট নিলেন এক সাহসী পদক্ষেপ। এই বিশেষ প্যাকেজে রোগীদের সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে, আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর যন্ত্রপাতি, অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে। প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে , রক্তচাপ, সুগার, কোলেস্টেরল, হিমোগ্লোবিন, ইউরিক অ্যাসিড সহ একাধিক রক্ত পরীক্ষা ইসিজি, এক্স-রে, ইউরিন টেস্ট, লিভার ও কিডনির কার্যকারিতা যাচাই ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ এখানেই শেষ নয়। সমাজের প্রান্তিক ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের কথা মাথায় রেখে, বিশেষত আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া মহিলাদের জন্য হাসপাতাল মাত্র ৫০/- টাকায় এই পূর্ণ স্বাস্থ্যপরীক্ষা পরিষেবা দিচ্ছে। এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে এক মানবিক ও সামাজিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। জেলা ও জেলার বাহিরের বহু প্রান্ত থেকে মানুষ এই পরিষেবা নিতে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আসছেন ও হাসপাতালের আন্তরিক ব্যবহার ও চিকিৎসা পরিষেবায় সন্তুষ্ট হচ্ছেন। আধুনিক যন্ত্রপাতির সহায়তা, অভিজ্ঞ চিকিৎসক এবং সেবামূলক মানসিকতার সমন্বয়ে গঠিত এই প্রতিষ্ঠান, সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শে পরিচালিত হচ্ছে। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে; সুস্থ রোগীই আমাদের প্রকৃত সাফল্য। এই মহৎ উদ্যোগের পিছনে যাঁর নিরন্তর প্রচেষ্টা ও দূরদর্শিতা রয়েছে, তিনি হলেন হাসপাতালের প্রেসিডেন্ট মলয় পীট। তাঁর নেতৃত্বেই এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে ও সাধারণ মানুষের কাছে স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যপরীক্ষা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। শান্তিনিকেতন শুধু রবীন্দ্রনাথের ভাবনার কেন্দ্র নয়, এখন এক মানবিক স্বাস্থ্য-পরিচর্যার মডেল হিসেবেও উঠে আসছে, যার পথপ্রদর্শক হচ্ছে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। সুস্থতা হোক সকলের অধিকার, এই বার্তা নিয়েই এগিয়ে চলেছে এই প্রতিষ্ঠান। স্বাস্থ্য পরিষেবায় দালাল রাজের হাত থেকে রোগীদের বাঁচানোর জন্যই শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের এই প্রচেষ্টা। সাধারণ মানুষ এই প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করেছে।

পূর্ব বর্ধমানকে শিশুবান্ধব জেলা করার পরিকল্পনা

পিবিএনবি - বৃহস্পতিবার পূর্বস্থলীর বিডিও কার্যালয়ের নজরুল মঞ্চে আয়োজিত বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও কিশোরী গর্ভাবস্থা বিষয়ে সচেতনতা শিবিরে একথা জানান জেলাশাসক আয়েশা রানি এ। পূর্ব বর্ধমান জেলাকে শিশুবান্ধব জেলা হিসেবে গড়ে তোলা হবে; এমন পরিকল্পনার কথা জানালেন জেলাশাসক আয়েশা রানি এ। পূর্বস্থলীর বিডিও কার্যালয়ের নজরুল মঞ্চে আয়োজিত বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও কিশোরী গর্ভাবস্থা বিষয়ে সচেতনতা শিবিরে একথা জানান তিনি। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, কালনার এসডিও শুভম আগরওয়াল, বিধায়ক সহ জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা। জেলাশাসক আরও বলেন, 'এক সময়ে বাল্যবিবাহ ব্যাপক ভাবে হত এখানে। একযোগে কাজ করার ফলে তা অনেকটাই কমাতে পেরেছি। তবু সমস্যা রয়ে গিয়েছে। বাল্যবিবাহের কারণে স্কুলছুট বাড়ছে, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হচ্ছে। ১৫,১৬ বছর বয়সেই মা হওয়ার ফলে কিশোরীদের স্বাস্থ্যে ও নবজাতকের পুষ্টিতে সমস্যা দেখা যাচ্ছে। জেলা পুষ্টি কমিটির বৈঠকে আমরা দেখেছি প্রায় ২০ শতাংশ শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে। অনুসন্ধানে দেখা যাচ্ছে, এর একটি বড় কারণ মায়েদের কিশোর বয়সে গর্ভবতী হওয়া।'জেলাশাসক আয়েশা রানি এ আরও জানান, কল্যাণপুর, বাঘনাপাড়া জাতীয় এলাকা ছাড়াও বাল্যবিবাহ বেশি হওয়ার কয়েকটি পকেট চিহ্নিত করা হয়েছে। এ সব ক্ষেত্রকে লক্ষ্য করে 'শিশুবান্ধব সংস্থা' বা চাইল্ড-ফ্রেন্ডলি সঙ্ঘ গঠন করা হবে পাশাপাশি স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের বিশেষ ভূমিকা নিতে অনুরোধ জানানো হবে। মহকুমাশাসক বলেন, 'মেয়েদের ১৮ বছরের কমে আর ছেলেদের ২১ বছরের কমে বিয়ে দেওয়া যাবে না। এতদিনে আমরা যা করেছি এবং আগামীতে কী করতে হবে; এ সবই এখন নির্দিষ্ট করা হয়েছে।'

ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাডভান্স রেফারি ও কোচেস লাইসেন্স কোর্সের প্রশিক্ষণ

পিবিএনবি - টেকনো ইন্ডিয়ার কর্ণধার সত্যম রায়চৌধুরীর দূরদর্শীতার বাস্তব নিদর্শন হুগলির চুঁচুড়ায় স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি কমপ্লেক্স, শুধু বাংলা নয় গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতে এটাই প্রথম স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি, যার দ্বারা উপকৃত হবে গোটা বাংলা তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের ক্রিয়া জগত, এদিন এই স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি ইনডোর স্পোর্টস গ্রাউন্ডে দাঁড়িয়ে একথা স্বীকার করলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যান্ডবল এসোসিয়েশনের শীর্ষ কর্তারা, এদিন এই স্টেডিয়ামে অ্যাডভান্স রেফারি এন্ড কোচেস লাইসেন্স কোর্সে সামিল হয়েছেন সারা বাংলার হ্যান্ডবল খেলার আগামী দিনের রেফারি ও কোচেরা, খেলার জগতের সমস্ত ইন্ডোর ও আউটডোর গেম এর প্রশিক্ষণ এই ইউনিভার্সিটির কমপ্লেক্স এ আগামী দিনে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রকৃতিকে বাঁচাতে শারদ পুষ্পাঞ্জলি সম্মান

পিবিএনবি - ভক্তি ,শ্রদ্ধা, আনন্দ, আবেগ উচ্ছ্বাস নিয়ে বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদ উৎসব সম্প্রতি ইউনেস্কো সম্মানে সেজে ওঠা বাঙালি উৎসব আর মাত্র কয়েক দিনের অপেক্ষা পুজো মানেই মা আসছেন মর্তে ! আর মায়ের পুজো হবে সারা বাংলার মন্ডপে মন্ডপে, আবাসনে এমনকি দেশে-বিদেশেও বিভিন্ন পূজা কর্মকর্তাদের দ্বারা আয়োজিত কলকাতার বিভিন্ন পুজোগুলিকে প্রকৃতির বিচারে, মাটি যখন ভাবনার বিষয়, এবার' শারদ পুষ্পাঞ্জলি' সম্মানে ভূষিত করতে চলেছে' সিগওয়েজ' বর্তমানে পরিবেশ দূষণ, গাছপালা কেটে ফেলা, বিশ্ব উষ্ণায়ন ইত্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্ত পৃথিবী উ প্রকৃতি বাঁচলে বাঁচবে পৃথিবীও -- এমনই বার্তায় এবার তারা সম্মান প্রদানে সেইসব পুজো গুলিকেই বেছে নেবেন যা পরিবেশ বান্ধব, সমাজকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা বা সবুজ পৃথিবীর গড়ার লক্ষ্যে বার্তা দেবে। পাঁচটি বিভাগে বিচারকদের বিচারে শুধু কলকাতার মধ্যে বিশেষ পরিবেশ বান্ধব পুজো গুলিই পাবে এই সম্মান। কলকাতার এক হোটেলে আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন হল শারদ পুষ্পাঞ্জলীর সম্মানের লোগো বা প্রতীকী উক্ত অনুষ্ঠানে এ দিন লোগো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজক সিগওয়েজের কর্ণধার অরিজিৎ রায়, ইন্দ্রানী রায় সহ বিশেষ অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক দেবাশীষ কুমার, আই পি এস শান্তিদাস বসাক ,ডঃ প্রসুন ঘোষ, সান পরিবারের কর্ণধার তুষার কামদার, প্রকৃতি প্রেমী ফটোগ্রাফার অনুপম হালদার, ফুটবলার সুমিত মুখার্জি, আইনজীবী অভিজিৎ বন্দোপাধ্যায় , সমাজসেবী নন্দিনী ভট্টাচার্য সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

শহর কলকাতায় বেঙ্গল ফেস্টিভ্যাল ফেয়ার

পিবিএনবি - পুজোর আগে মহা সমারোহে আয়োজিত হল বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের কলকাতা festival fair। ১৩৮ বছরের গৌরবময় ঐতিহ্য বহনকারী বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (BNCCI) আজ ক্ষুদিরাম অনুশীলন ক্রীড়া কেন্দ্রে বেঙ্গল ফেস্টিভাল ফেয়ার ২০২৫-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো। অনুষ্ঠিত এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ কুমার মজুমদার, আই. জওহর, ডেপুটি সিইও, খাদি ও গ্রাম শিল্প কমিশন, যিনি এই মেলার অন্যতম বিপণন সহযোগীও। এই শুভ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অশোক কুমার বনিক, সভাপতি, BNCCI। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চেম্বারের সম্মানিত পদাধিকারীগণ; সোমনাথ ভরদ্বাজ, সহ-সভাপতি; অমিত সাহা, সহ-সভাপতি; অলোক সরকার, কোষাধ্যক্ষ; নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দের মধ্যে ঋত্বিক দাস, দিলীপ নারায়ণ সাহা, অশীষ পাল ও অনীশ সাহা।

ষষ্ঠ ওপেন তাইকোন্ড চ্যাম্পিয়নশিপের আসর

পিবিএনবি - হুগলির বৈঁচিতে অনুষ্ঠিত হল দু দিনব্যাপী ষষ্ঠ ওপেন তাইকোন্ড চ্যাম্পিয়নশিপ। উদ্যোক্তা বেঙ্গল অ্যামেচার তাইকোন্ডো আয়োসিয়েশন। রবিবার রাজ্যের ১৭ টি জেলা থেকে ৩৭০ জন প্রতিযোগী ওই অংশগ্রহণ করে। এদিন প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন কোরিয়ান গ্র্যান্ড মাস্টার জিয়ং কুক সিয়ং, হ্যাপকিডো অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার কোষাধ্যক্ষ নিশীথ নাথ পান্ডে, বেঙ্গল অ্যামেচার তাইকোন্ডো আয়োসিয়েশনের সভাপতি অমিত চ্যাটার্জি সহ বিশিষ্টরা। এদিন বিভিন্ন বিভাগে জয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়।

জাতীয় স্তরে ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় সফল বাংলার ছেলে মেয়েরা

পিবিএনবি - সারা বাংলার মধ্যে হুগলি জেলার ছেলেমেয়েরা ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ভাল পারফরমেন্স করেছে। জাতীয় স্তরে ক্যারাটে প্রতিযোগিতার এই জেলার ছেলেমেয়েরা অনেক পদক পেয়েছে। সাংবাদিক বৈঠকে একথাই জানালেন ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন অফ হুগলির শীর্ষকর্তারা। অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে তারা রাজ্য ও জাতীয় স্তরে ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলার ক্যারাটে খেলোয়ারদের আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন বলে অভিমত ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন অফ হুগলির শীর্ষকর্তাদের। প্যারা অলিম্পিকে চান্স পেলেন বাংলার মূক ও বধির ক্যারাটে খেলোয়াড় বৈষ্ণবী সিং।

ইচ্ছুক ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও সাংস্কৃতিক ক্রীড়া প্রেমী সংগঠন বৃক্ষরোপনের সংকল্পে আমাদের সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করতে পারেন ফোন -
8240471241
9830576384
9531790726

Publisher : Malay Pit, Published By : Positive Barta, Head Office : 140, Motor Stand Road, Opposite to Hotel Omkar, Agartala,West Tripura - 799001,
City Office : FE-19, FE Block, Sector-III, Salt Lake City, India, West Bengal,700106, Editor : Samarjit Chakraborty
Printed at : Namita Purkayastha Nandi, MUDRAN PRESS, Ramnagar Road - 4, West Tripura, Tripura - 799002
প্রকাশক ঃ মলয় পীট,প্রকাশনা - পজিটিভ বার্তা, হেড অফিস - ১৪০, মোটোর স্ট্যান্ড রোড, হোটেল ওমকারের বিপরীতে, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা, পিন - ৭৯৯০০১,
সিটি অফিস - এফ ই - ১৯, এফ ই ব্লক, সেক্টর - ৩, সল্টলেক সিটি, ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০১০৬ সম্পাদক - সমরজিৎ চক্রবর্তী
মুদ্রণ। নমিতা পুরকায়স্থ নন্দী, মুদ্রণ প্রেস, রামনগর রোড - ৪, ওয়েস্ট ত্রিপুরা, ত্রিপুরা - ৭৯৯০০২